পবিত্র কুর-আনে বর্ণিত জান্নাতের নিয়ামতসমূহ

১) সুসংবাদ দিন যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত; যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান, যখন তাদেরকে খেতে দেওয়া হবে ঐ জান্নাত থেকে ফলমূল, তখন তারা বলবে, এতো সেই খাদ্য যা পূর্বে আমাদেরকে জীবিকা স্বরুপ দেয়া হয়েছিল, দৃশ্যত তাদেরকে অনুরুপ ফলই দেয়া হবে এবং তাদের জন্য সেখানে রয়েছে পূত-পবিত্রা স্ত্রীগণ এবং তারা সেখানে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। (আল বাক্বারা-২৫)

২) আয় নবী ! আপনি বলুন, আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দিব এগুলোর চেয়েও উত্তম বস্তুর? (তবে শুন যারা আলহ্কে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট জান্নাত, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত। সেখানে তারা সর্বদা থাকবে। আর তাদের জন্য রয়েছে পবিত্র স্ত্রীগণ এবং আলাহর সন্তুষ্টি। আর আলহ্ তার বান্দাদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখেন। (আলে ইমরান-১৫)

তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে ধাবিত হও এবং সে জান্নাতের দিকে যার প্রশস্ততা আসমান ও জমীনের ব্যবধানের ন্যায়, যা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। (আলে ইমরান-১৩৩)

এ সব লোকদের প্রতিদান হল তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে ক্ষমা এবং জান্নাত, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত। সেখানে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করবে এবং কতই না উত্তম নেককারদের প্রতিদান। (আলে ইমরান-১৩৬)

৩) যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে আমি শীঘ্রই তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। সেখানে তাদের জন্য রয়েছে পাক পবিত্রা স্ত্রীগণ এবং আমি তাদেরকে ঘন ছায়ায় প্রবেশ করাব। (নিসা-৫৭)

৪) যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, কারও উপর আমি তার সাধ্যের বহির্ভূত কোন কাজ দেই না, তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। আমি তাদের অন্তর হতে সে বিদ্বেষ দূর করে দিব। তাদের তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে, তারা বলবে, প্রশংসা আলহরই যিনি আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন। আমরা কখনও সঠিক পথ পেতাম না যদি আলহ্ আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন না করতেন। নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপালকের প্রেরিত রসুল সত্যবানীসহ এসেছিলেন, এবং তাদেরকে ডেকে বলা হবে তোমাদেরকে জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হলো, তোমাদের আমলের কারণে। (আরাফ-৪২, ৪৩)

৫) যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সঠিক পথ দেখাবেন তাদের ঈমানের জন্য সুখ স্বাচ্ছন্দ বেহেশতের দিকে যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তাদের দোয়া হবে, হে আলহ্! তুমি পবিত্র এবং সেখানে তাদের পরস্পরের অভিবাদন হবে "সালাম" এবং তাদের শেষ দোয়া হবে সারেজাহানের প্রতিপালক আলহর জন্য সকল প্রশংসা। (ইউনুস-৯, ১০)

৬) যারা নিজ প্রতিপালকের সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্য ধারণ করে, যথাযথভাবে নামায পড়ে, আর আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যায় করে এবং যারা মন্দের বিপরীতে ভাল কাজ করে এদের জন্যই রয়েছে শেষ দিবসের আবাসগৃহ। তা হল অনন্তকালের জান্নাত, এতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তারাও তাতে প্রবেশ করবে এবং ফিরিশতারা তাদের কাছে প্রত্যেক দরজা দিয়ে উপস্থিত হবে। আর তারা বলবে তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ বলে, আর তোমাদের এ পরিনামগৃহ কতই না উত্তম। (রাদ-২২, ২৪)

যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে মুত্তাকীদেরকে, তার উপমা হল তার পাদদেশে নদী প্রবাহিত হয়, তার ফলসমূহ ও তার ছায়া চিরস্থায়ী। এই জান্নাত তাদের জন্যই যারা মুত্তাকী-তাদের কর্মফলের কারণে। (রাদ-৩৫)

জান্নাতের নেয়ামত–২

৭) নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা থাকবে প্রসবণ-বহুল জান্নাতে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা প্রশান্তি ও নিরাপত্তার সাথে তাতে প্রবেশ কর। আমি তাদের অন্তর থেকে ঈর্ষা দূর করে দিব, তারা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে মুখোমুখি আসনে বসবে। সেখানে তাদেরকে ক্লান্তি স্পর্শ করবেনা এবং তারা সেখান থেকে বহিস্কৃতও হবে না । (হিজর ৪৫-৪৮)

৮) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে আমি তাদেরকে পুরস্কৃত করি, যে সৎকর্ম করে আমি তার পুরস্কার নষ্ট করিনা। তাদেরই জন্য রয়েছে স্থায়ী জান্নাত যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত হয়। সেখানে তাদেরকে স্বর্ণালংকারে অলংকৃত করা হবে, তারা পরিধান করবে সূক্ষ্ম ও পুরু রেশমের সবুজ বস্ত্র এবং তারা সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে। কতই না সুন্দর পুরস্কার আর কতই না চমৎকার বিশ্রামের স্থান। (কাহাফ-৩০, ৩১)

যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তাদের অভ্যর্থনার জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউস। সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে; এর পরিবর্তে অন্য কোন স্থান চাইবে না। (কাহাফ-১০৭, ১০৮)

৯) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তাদেরকে আলহ্ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। যেখানে তাদেরকে স্বর্ণের কংকন এবং মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে, সেখানে তাদের পোষাক হবে রেশমের। (হজ্জ-২৩)

১০) তাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে জান্নাতের কক্ষ এজন্য যে তারা ধৈর্য ধারন করেছে, সেখানে তারা অভিবাদন ও সালাম পাবে। সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে, সেটা খুবই উৎকৃষ্ট স্থান। (ফোরকান-৭৫, ৭৬)

১১) তারা সে অবিনশ্বর (স্থায়ী) জান্নাতে প্রবেশ করবে, সেখানে তাদেরকে সজ্জিত করা হবে স্বর্ণের বালা ও মুক্তা (পরানো) দ্বারা এবং সেখানে তাদের পোষাক হবে রেশমী কাপড়ের। তারা বলবে, সে (মহান) আলহর জন্যই সব প্রশংসা, যিনি আমাদের থেকে পেরেশানী দূর করেছেন। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। (ফাতির ৩৩-৩৫)

১২) এ (কিয়ামতের) দিনে জান্নাতবাসীগণ খুশীতে মশগুল থাকবে। তারা এবং তাদের স্ত্রী গণ ছায়ায় সুসজ্জিত গদিতে হেলান দিয়ে বসবে। তাদের জন্য সেখানে থাকবে ফলসমূহ এবং তাদের জন্য সেখানে তাদের কামনীয় জিনিসগুলোও থাকবে। তাদেরকে বলা হবে "সালাম" দয়াময় প্রতিপালকের তরফ থেকে। (ইয়াসিন ৫৫-৫৮)

১৩) তাদের জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট রিজিক, ফলসমূহ এবং তারা হবে সম্মানিত। তারা সুখময় জান্নাতে, তা সামনা-সামনি আসনের উপর বসবে। প্রবাহিত সরাবের পেয়ালা তাদের সামনে পরিবেশন করা হবে। যা হবে সাদা রঙের, সুস্বাদু হবে পানকারীদের জন্য। তাতে নেশা জাতীয় কিছুই নেই এবং তা পানে তারা মাতালও হবেনা। তাদের কাছে থাকবে দৃষ্টি অবনতকারী বড় বড় (সুন্দর) চোখওয়ালা (হুর) গণ। মনে হয় যেন তারা লুকায়িত ডিম। (জান্নাতিগণ) একজন অন্য জনের দিকে মুখ করে (সামনা সামনি হয়ে) জিজ্ঞাসা করবে। তাদের মধ্যে একজন বলবে আমার একজন (পৃথিবীতে) বন্ধু ছিল। (ছফ্ফাত ৪১-৫১)

১৪) স্থায়ী জান্নাত, যার দ্বার সমূহ তাদের জন্য থাকবে উন্মুক্ত। সেখানে তারা (আরামের সাথে) হেলান দিয়ে বিভিন্ন ধরনের ফলমূল এবং পানীয় বস্তু চাইবে। তাদের কাছে থাকবে দৃষ্টি অবনতকারী সমবয়সী হুরগণ। (ছদ ৫০-৫২)

১৫) যারা তার প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে বালাখানা, যার উপরে বানান রয়েছে আরও (উন্নত) বালাখানা। যার তলদেশ থেকে নহরসমূহ প্রবাহিত যা আলহর প্রতিশ্রুতি। আর আলহ্ ভঙ্গ করেননা তার প্রতিশ্রুতি। (জুমার-২০)

আর যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করত, তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন জান্নাতের কাছে এসে যাবে তখন জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হবে এবং জান্নাতের রক্ষক বলবে তোমাদের উপর সালাম। তোমরা পবিত্র সুতরাং জান্নাতে প্রবেশ করো, সেখানে চিরদিন থাকবে। তারা বলবে, সে আলহর সব প্রশংসা যিনি আমাদের সাথে তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এ (জান্নাতের) জমীনের উত্তরাধীকারী করেছেন, আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানে থাকতে পারব। কতই না উত্তম পুরষ্কার সৎকর্মশীলদের জন্য। (জুমার-৭৩,৭৪)

জান্নাতের নেয়ামত–৩

১৬) সে জান্নাতের দৃষ্টান্ত যার প্রতিশ্রুতি পরহেজগারগণকে দেয়া হয়েছে, এই যে তাতে রয়েছে পানির নহরসমূহ যার সচ্ছতা অপরিবর্তনীয়, রয়েছে দুধের নহরসমূহ যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, রয়েছে শরাবের নহর যা পানকারীদের জন্য খুবই মজাদার। আর রয়েছে পরিস্কৃত মধুর নহর এবং সেখানে তাদের জন্য রয়েছে বিবিধ ফলমূল এবং তাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে ক্ষমা। (মুহাম্মাদ-১৫)

১৭) যেদিন পরহেজগারগণ থাকবে ঝর্ণা বিশিষ্ট জান্নাতে। তারা গ্রহন করবে তাদের প্রতিপালকের দানকৃত নিয়ামত, নিশ্চয়ই এর পূর্বে তারা ছিল পূণ্যবান। (জারিয়াত-১৫, ১৬)

১৮) পরহেজগার ব্যক্তিগণ থাকবে জান্নাতে এবং নিয়ামতের মধ্যে। তাদের রব তাদের যা কিছু দান করবেন তাতে তারা খুশী থাকবে এবং তাদেরকে তাদের প্রতিপালক জাহান্নামের শাস্তি হতে বাচাবেন। বলা হবে তৃপ্তিসহ খাও এবং পান কর যা তোমরা করতে তার বিনিময়ে। তারা সু-সজ্জিত সারিবদ্ধ আসনে হেলান দিয়ে বসবে এবং আমি তাদের জীবন সঙ্গী করে দিব বড় ও সুন্দর চক্ষুবিশিষ্ট হুরকে। যারা ঈমান আনে এবং তাদের সন্তান সন্ততিগণও ঈমানে তাদের অনুসারী থাকে আমি তাদের সন্তানগণকে তাদের সাথে সম্পৃক্ত করে দিব এবং তাদের আমল থেকে আমি আদৌ হ্রাস করবোনা; প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী হবে। আমি তাদেরকে (জান্নাতীগণকে) তাদের পছন্দনীয় গোশত, ফলমূল খুব বেশী করে দিব। তারা পরস্পরে টানা টানি করবে শরাব ভর্তি পাত্র। যে শরাব পানে কেউ অহেতুক কথা বলবেনা এবং গুনাহের কাজও করবেনা। তাদের খেদমতের জন্য তাদের চারপাশে ঘুরাফেরা করবে আচ্ছাদিত মতি সদৃশ বালকগণ। তারা (জান্নাতীরা) একে অন্যের দিকে মুখ করে পরস্পরে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করবে। (তুর ১৭-২৫)

১৯) যে ব্যক্তি ভয় রাখে তার রবের সামনে হাজির হওয়াকে, তার জন্য রয়েছে দুটি জান্নাত। তোমরা তোমাদের রবের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে। সেই (জান্নাত) দুটি হবে বহু শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট। উভয় জান্নাতে রয়েছে দুটি প্রবাহমান ঝরনা। এ দুটি জান্নাতে রয়েছে প্রত্যেক ধরনের ফল দু'প্রকারের। সেখানে জান্নাতীগণ এমন বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে যার ভিতরের অংশ হবে কারুকার্য খচিত রেশমী বিশিষ্ট এবং এ দুটি জান্নাতের ফলসমূহ থাকবে তাদের অতি নিকটে। সেখানে থাকবে বহু দৃষ্টি অবনত হুর যাদেরকে এর পূর্বে স্পর্শ করেনি কোন মানুষ এবং জ্বিন। দেখলে মনে হবে যেন তারা নীলকান্ত মনি এবং মুক্তাদানা। উত্তম কাজের জন্য উত্তম প্রতিদান ব্যতীত আর কি হতে পারে? এ দুটি জান্নাত ব্যতীত আরও দুটি জান্নাত রয়েছে, যে দুটি ঘন সবুজ রঙের। এ দুটি জান্নাতে রয়েছে দুটি উদ্বেলিত প্রস্রবন। সেখানে রয়েছে ফল, খেজুর এবং ডালিম। সেখানে রয়েছে উত্তম চরিত্রের সুন্দরীগণ। হুরগণ তাঁবুতে সুরক্ষিত, তাদেরকে ইতিপূর্বে কোন মানুষ এবং জ্বিন স্পর্শ করেনি। তারা হেলান দিয়ে বসবে সবুজ নরম গদিতে এবং সুন্দর বিছানায়। (রহমান ৪৬-৭৬)

২০) অগ্রগামীগণই অগ্রগামী, তারাই সান্নিধ্য প্রাপ্ত স্থায়ী জান্নাতী। সেখানে অধিক সংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হইতে এবং কম সংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য হইতে। তারা (জান্নাতে) স্বর্ণ জড়িত আসনে হেলান দিয়ে একে অপরের দিকে মুখ করে বসবে। তাদের চারপাশে ঘুরাফিরা করবে চির কিশোর বালকেরা পানপাত্র ও শরাব পরিপূর্ণ পাত্র নিয়ে। যা পানে মাথা ব্যথায় আক্রান্ত হবেনা এবং চেতনাও হারাবেনা এবং তাদের মনঃপুত ফলসমূহ নিয়ে এবং তাদের অভিপ্রেত পাখীর গোশত নিয়ে। আর তাদের (জান্নাতে থাকবে) দৃষ্টি অবনতকারী হুর যা আচ্ছাদিত মুক্তার মত, এসব পাবে তাদের (নেক) কাজের প্রতিদান স্বরূপ। সেখানে তারা শুনবেনা কোন প্রকার নিরর্থক কথা এবং পাপ জনিত বাক্য। শুধু তারা শুনবে সালাম আর সালাম আওয়াজ। আর ডান দিকের লোকগণ কত সৌভাগ্যবান। তারা থাকবে কাটাবিহীন কুল বৃক্ষের নীচে এবং (তাদের কাছে থাকবে) সারিবদ্ধ কলাগাছ এবং বিস্তৃত ছায়া, প্রবাহিত পানি এবং অধিক পরিমাণ ফলমূল। যা শেষ হবেনা এবং যা খেতে বারণ করাও হবেনা। (তাদের জন্য থাকবে) উচ্চ বিছানা, আমি তাদেরকে (হুরগণকে) এক বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি। তাদেরকে আমি করেছি কুমারী, আকর্ষণীয় ও সমবয়সী, ডান পার্শ্বের লোকদের জন্য। (ওয়াকিয়া ১০-৩৮)

জান্নাতের নেয়ামত–৪

২১) তোমরা দ্রুত এগিয়ে যাও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা এবং সে জান্নাতের দিকে যার প্রশস্ততা আসমানসমূহ এবং জমীনের প্রশস্ততার সমান, যা তাদের জন্য তৈরী করা হয়েছে যারা আলহ্ এবং তাঁর রসুলের প্রতি ঈমান রাখে। এটা আলাহর দয়া যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন, আলহ্ বড়ই দয়াশীল। (হাদীদ-২১)

২২) নিশ্চয়ই পূণ্যবানগণ পরিপূর্ণ পানপাত্র থেকে এমন পানীয় পান করিবে যা কর্পূর (সুগন্ধ দ্রব্য) মিশ্রিত যা একটি নহর যা থেকে আলাহর (নেক) বান্দাগণ পান করিবে, তারা সেই নহরকে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী প্রবাহিত করিবে। (দাহর-৫,৬)

তাদের ধৈর্যের জন্য তাদেরকে প্রতিদান দিবেন জান্নাত এবং রেশমী কাপড় সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে সুসজ্জিত আসনে, সেখানে তারা দেখবেনা রৌদ্রজ্জল এবং অনুভব করবেনা তীব্র ঠান্ডা। জান্নাতের ছায়া তাদের উপর এগিয়ে আসবে এবং তার ফলসমূহ তাদের দিকে ঝুকানো থাকবে। (পরিবেশকগণ) রৌপ্যের পাত্র এবং সীসার পাত্র নিয়ে তাদের চারপাশে ঘুরাবে, সে সীসার ও রৌপ্যের তৈরী পাত্র পরিমাপমত পূর্ণ করবে। সেথায় তাদেরকে আদ্রক মিলানো পানি পান করতে দেয়া হবে। জান্নাতে রয়েছে একটি নহর যার নাম ছালছাবীল এবং তার চারপাশে কিশোর বালকেরা ঘুরে বেড়াবে। যখন আপনি তাদের দেখবেন তখন দেখে মনে হবে তারা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা আর আপনি সেখানে যেখানেই দৃষ্টি করবেন সেখানেই দেখবেন নেয়ামতসমূহ এবং বিরাট রাজত্ব। তাদের পোষাক হবে পাতলা সবুজ রেশমী কাপড় ও পুরো রেশমী কাপড়। তাদেরকে রৌপ্যের কংকনে সুসজ্জিত করানো হবে। আর তাদের প্রতিপালক তাদেরকে পবিত্র পানি পান করাবেন। (তাদেরকে বলা হবে) এটা তোমাদের প্রতিদান এবং তোমাদের সাধনার স্বীকৃতি স্বরূপ। (দাহর ১২-২২)

২৩) নিশ্চয়ই পরহেজগারদের জন্য রয়েছে সফলতা, ফলফলাদির বাগান এবং আঙ্গুর। আর সমবয়সী যুবতী কুমারী আর পরিপূর্ণ পাত্র, সেখানে তারা বাজে কথা এবং মিথ্যা কথা শুনবেনা। এগুলো হচ্ছে তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে প্রতিদান যা দানের দিক দিয়ে হবে যথেষ্ট। (নাবা ৩১-৩৬)

২৪) নিশ্চয়ই নেককারগণ থাকবে অনুগ্রহের মধ্যে, তারা সুসজ্জিত উচ্চ আসনে বসে দেখতে থাকবে তুমি তাদের মুখমন্ডলেই মুখের উজ্জল্য বুঝতে পারবে। তাদেরকে পান করানো হবে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয়, সেই মোহর হবে মেশকের অতএব এতে (নেয়ামত অর্জনের জন্য আগ্রহী) প্রতিযোগী প্রতিযোগীতা করুক। আর ওতে (শরাবে) তাসনীমের পানি মিশ্রিত থাকবে। সে তো একটি নহর সেখান থেকে আলাহর নিকটতমগণ (অতি প্রিয় বান্দা) পান করিবে। (মুতাফ্ফিফীন ২২-২৮)

২৫) সেদিন অনেকের চেহারা হবে আনন্দে উদ্বেলিত। তারা তাদের চেষ্টার জন্য খুশী থাকবে তারা থাকবে উঁচু জান্নাতে। সেখানে তারা কোন নিরর্থক কথা শোনবেনা। সেখানে থাকবে প্রবাহিত নহরসমূহ। সেখানে থাকবে সুসজ্জিত বহু আসন, সুরক্ষিত পান পাত্র। সারি সারি সাজানো বালিশ, আর থাকবে বিছানো গালিচা। (গাশিয়া ৮-১৬)

২৬) যারা তার কাছে ঈমানদার হয়ে ও সৎকাজ করে উপস্থিত হবে তাদের জন্য রয়েছে সুউচ্চ মর্যাদা, চিরস্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত হয়, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং এ পুরষ্কার তাদেরই জন্য যারা পরিশুদ্ধি লাভ করেছে। (ত্বোহা-৭৫, ৭৬)

২৭) পরহেজগারগণ থাকবে জান্নাতে এবং নহরসমূহে। তারা অবস্থান করবে সম্মানিত আসনে মহা শক্তিধর মালিক (আলাহ্) এর সান্নিধ্যে (ক্বামার-৫৪, ৫৫)